কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

স্বপ্ন রহস্য

মুহাম্মদ জহুরুল হক জায়েদ

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বপ্ন রহস্য

রচনা ঃ

মুহাম্মদ জহুরুল হক্ব জায়েদ

বি, এইচ, (ফার্স্ট ক্লাস) মাদ্‌রাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবীয়া ঢাকা,

ফাযিল (তাফসীর) ঢাকা আলীয়া মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

খতীব, আল-আমীন জামে মসজিদ মোহাম্মদপুর, ঢাকা

দাঈ, বাংলাদুয়ার জামে মসজিদ

নাজির বাজার জামে মসজিদ

সম্পাদনা ঃ

অর্থায়নে ঃ আলহাজ্ব মোজাম্মেল হক্ব

প্রকাশনায় ঃ

হক্ব পাবলিকেশন্স

৫৯, সিক্কাটুলী লেন, নাজির বাজার - ঢাকা।

হাদিয়া ঃ ৩০/= (ত্রিশ টাকা) মাত্র

http://islaminonesite.wordpress.com

কৈফিয়ত

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লহর জন্য এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে? আসলে সব স্বপ্ন কি সত্যি হয়? কোন সময়ের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে? আরও নানাবিধ প্রশ্ন অন্য সকলের মত আমার মনেও জেগে উঠতো সেই ছোট বেলা থেকেই। অনেক রাতে ভয়ের স্বপ্ন দেখে মাকে জড়িয়ে ধরতাম। সকালে মাকে আবার সেই স্বপ্নের কথা বলতাম। মা বলতেন যখন খারাপ স্বপ্ন দেখবে তখন কাউকে বলবে না। তাহলে সেটা সত্যি হয়ে যাবে।

এমন একটা সময় কম বেশী প্রত্যেকের জীবনেই ঘটে। যারা মুরব্বী তারা বাজারের প্রচলিত সোলেমানী খাবনামা বা নানা নামের হরেক রকমের খাবনামা বই দেখে স্বপ্নের অর্থ বের করে।

আল্লাহর অশেষ রহমতে মদীনা থাকা কালে সর্ব প্রথম ইমাম ইবনে সীরিনের একখানা বই দেখতে পেলাম। দুর্ভাগ্যবশত সেটা কেনা হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক বন্ধুর কাছে সেটা আছে, তবে তার উর্দু তরজমা বাজার থেকে সংগ্রহ করে তা পড়ে এমন অনেক বিষয় জানতে পারলাম যা আমাদের সমাজে বিরল ও অজানা। তখনই ইচ্ছা করলাম যে, এ বিষয়ে একটি আলাদা পুস্তক প্রকাশ করব।

পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার অনুবাদক মাওলানা সিরাজুল ইসলামের আল্লামা ইবনে সীরীনের স্বপ্নের তাবীর নামক বইটিও আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। যার কারণে আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। বইটি প্রকাশে আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্ব সাহেবকে ধন্যবাদ। আল্লহ তাঁকে উত্তম জাযায়ে খায়ের দান করুন। পাঠকবৃন্দের নিকট পৌঁছাতে যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করেছেন তাদের খেদমত আল্লহর দরবারে গ্রহণীয় হোক। অন্যান্য পুস্তকগুলোর মত এটিও পাঠকবৃন্দের নিকট গ্রহণীয় হবে এ আশায় মহান আল্লহর দরবারে প্রার্থনা তিনি অবশ্যই আমার এ খেদমত কবুল করবেন এবং দো'জাহানে এ বইখানা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করবেন। –আমীন।

— মুহাম্মদ জহুরুল হক্ব জায়েদ

মোবাইল ঃ ০১১৯১১৯৬৩০০, ০১৯১৭৩৫৪৩২৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

স্বপ্নের গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

স্বপ্নের গুরুত্ব, সত্যতা ও ফযিলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ফরমান ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ ورسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্ন ও সত্য ও বাস্তব দেখাইয়াছেন। —সূরা আল-ফাতহ আয়াত -২৭।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্বপ্ন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يَا أَبَتِ إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ -

ইউসুফ আলাইহিস সালাম পিতাকে বলিলেন, হে পিতা! আমি এগারটি নক্ষত্র ও চন্দ্র সূর্যকে স্বপ্নে দেখিয়াছি এবং তাহাদিগকে আমার উদ্দেশ্যে সিজদা করিতে দেখিয়াছি। —সূরা ইউসুফ, আয়াত - ৪।

ইউসুফ আলাইহিস সালামকে স্বপ্নে নিগুঢ় তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ -

আর এমনি ভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগুঢ় তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। —সূরা ইউসুফ আয়াত - ৬।

আউলিয়াগণের বা আল্লাহর বন্ধুদের পরিচয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ - لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِيْ الْاٰخِرَةِ -

যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং আল্লাহকে ভয় করিতে রহিয়াছে তাহাদের

http://islaminonesite.wordpress.com

জন্য সুসংবাদ রহিয়াছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালীন জীবনে।

–সূরা ইউনুস, আয়াত - ৬৪।

কোন কোন মুফাসসির এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহকালে ভয় ও নেক স্বপ্ন এবং পরকালে আল্লাহর দিদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম ওয়াহেদী বলেন, " তা'বিলুল আ'হাদীস" দ্বারা স্বপ্নতত্ত্বই উদ্দেশ্য।

উবাদাহ বিন সামেত রাজিআল্লহু আনহু বলেন, আমি উক্ত আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, উত্তরে রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যাহা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে নাই। ইহার অর্থ হলো নেক ও ভাল স্বপ্ন, যাহা মানুষ নিজে দেখে অথবা কারও জন্য তাকে দেখান হয়।

মোট কথা আম্বিয়াগণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাবীলুল আহাদীস বা স্বপ্নতত্ত্বের বিশেষ ইল্‌ম এবং ফযিলত দান করিয়াছিলেন।

স্বপ্নে গুরুত্ব এবং ফযিলত সম্পর্কে হাদীস

স্বপ্নের গুরুত্ব এবং ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة (رواه البخاري كتاب التعبير)

আনাস বিন মালিক রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ নেকবখত মানুষের ভাল স্বপ্ন নবুওতের ৪৬ভাগের একাংশ। –বুখারী, মূল ২য় খণ্ড কিতাবুত তা'বীর।

http://islaminonesite.wordpress.com

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَاةِ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ اَوْ تُرَى لَهُ - (رواه البخاري كتاب التعبير)

আবু হুরাইরা রাজিআল্লহু আনহু বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, নবুওত হইতে শুধু মোবাশশিরাত বাকী রহিয়াছে তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেনঃ মোবাশশিরাত কি জিনিষ? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন ঃ ভাল স্বপ্ন।" – বুখারী, কিতাবুত তা'বীর।

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورءيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة وما كان من النبوة فانه لا يكذب -

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়া আসিবে তখন মুমেনের স্বপ্ন মিথ্যা হইবে না, এবং মুমেনের স্বপ্ন নবুওয়তের নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একাংশ এবং যাহা নবুওয়তের (অংশ) হয় তাহা মিথ্যা হয় না। –বুখারী, কিতাবুত তা'বীর।

عن ابي سعيد الخدري رضي الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها واذا رأى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولايذكرها لاحد فانها لا تضره -

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি রসূলে খোদা (সাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ এমন স্বপ্ন দেখে যাহা তাহার নিকট ভাল মনে হয়, তখন সে যেন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা বর্ণনা করে, কেননা এই স্বপ্ন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে (দেখিয়াছে) এবং ইচ্ছা করিলে এই স্বপ্নের কথা (নিজের বন্ধু বান্ধবের নিকট) বলিতে পারিবে। আর যদি ইহা ছাড়া এমন স্বপ্ন দেখে যাহা খারাপ মনে হয়, তবে ইহা খোদার আশ্রয়

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রার্থনা করিবে এবং কাহারো নিকট ইহা বলিবে না, যেন আবার তাহাকে (অর্থাৎ যে স্বপ্ন দেখিয়াছে) ক্ষতিগ্রস্থ না করে। – বুখারী, কিতাবুত তা'বীর।

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي (رواه البخاري - كتاب البخاري)

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিল সে যেন আমাকে জীবিত অবস্থায় দেখিল এবং শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করিতে পারে না। –বুখারী, কিতাবুত তা'বীর।

من رأني فقد رأي الحق فان الشيطان لا يتكوننني

যে ব্যক্তি আমাকে (স্বপ্নে) দেখিল সে সত্য সত্যই আমাকে দেখিল, কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধরিতে পারে না। – বুখারী, কিতাবুত তা'বীর।

اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ الصَّادِقَةُ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّ أَرْبَعِيْنَ جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ – الحديث

" নেক বা সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ" কেননা অহীর যামানা মোট তেইশ বৎসর ছিল, আর তাহার প্রারম্ভ (প্রথম ছয় মাস) স্বপ্নের মাধ্যমেই আরম্ভ হইয়াছিল।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাজিআল্লহু আনহা বলেন ঃ

اَوَّلُ مَا بُدِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيًا الاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ –

নবী করীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ওহীর সূচনা স্বপ্নের মাধ্যমেই হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যাহা কিছু রাত্রে স্বপ্নে দেখিতেন, তাহা উজ্জ্বল প্রভাতের মত বাস্তবায়িত হইত।

* স্বপ্ন সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন ঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ –

যে ব্যক্তি রুইয়া ছালেহা বা স্বপ্নে বিশ্বাস রাখে না, সে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতিও বিশ্বাস রাখে না।

* স্বপ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস শরীফে নবুওতের চল্লিশ ভাগ, ছেচল্লিশ ভাগ, উনপঞ্চাশ ভাগ বা সত্তর ভাগের কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। ইমাম রাব্বানী কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহিমাহুল্লহ তাহার বিখ্যাত তাফসীরে মাযহারিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। কেননা যাহার ঈমান যত মজবুত ও পাকা হইবে, তাহার স্বপ্নও নবুওয়তের চল্লিশ ভাগ হইবে। আর যাহার ঈমান, আমানতদারী ও সততার মধ্যে যত কমী দেখা দিবে, তাহার স্বপ্নও পর্যায়ক্রমে নবুওয়তের ছেচল্লিশ, উনপঞ্চাশ বা সত্তর ভাগ হইবে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনাগুলির মধ্যে ছেচল্লিশ ভাগের বর্ণনা যাহা হযরত ইবনে আব্বাস রাজিআল্লহু আনহু হইতে বর্ণিত, তাহাই সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল ও গ্রহণযোগ্য।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت رضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اَلرُّؤْيَا الْمُؤْمِنِ مِنْ كَلاَمٍ يُكَلِّمُ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِيْ الْمَنَامِ – رَوَاهُ الطَّبْرَانِيْ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ –

তিবরানী সহীহ সনদে উবাদাহ বিন সামেত রাজিআল্লহু আনহু হইতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মুমিনের স্বপ্ন একটি সংলাপ যার মাধ্যমে বান্দা তার রবের সাথে স্বপ্নে কথোপকথোন করিতে পারে।

http://islaminonesite.wordpress.com

সৃষ্টিজগতের প্রথম স্বপ্ন

উস্তাদ আবু সা'আদ ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বেহ হইতে বর্ণনা করেন, সৃষ্ট জগত সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদম! তুমি আমার সৃষ্টি জগত দেখিয়াছ? বল তো তোমার সমকক্ষ ও সাদৃশ্য কোন কিছু দেখিয়াছ কি উত্তরে আদম আলাইহিস সালাম বলিলেন না, হে আমার রব, দেখি নাই। তুমিআমাকে অবশ্যই বিশেষ ফযিলত ও সম্মান দান করিয়াছ। অতএব তুমি আমাকে একজন সঙ্গী সাথী দানকর। যাতে আমি শান্তি লাভ করিতে পারি এবং তোমার ইবাদত বন্দেগী ও তওহীদের গুণগান গাহিতে পারি। আল্লাহ তায়ালা ফরমান, হাঁ, অবশ্যই আমি তাহা দান করিব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তন্দ্রায় নিমজ্জিত করিলেন এবং তাহারই শেক্‌ল-সুরতে হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করিয়া স্বপ্নেই তাহাকে দেখাইলেন। আর ইহাই হইল সৃষ্ট জগতের প্রথম স্বপ্ন, যাহা আদম আলাইহিস সালামকে দেখানো হইয়াছিল। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তন্দ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামকে শিয়রে বসা দেখিতে পাইলেন। আল্লাহ তাআলা আদমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদম! তোমার শিয়রে বসা (মহিলাটি) কে? হযরত আদম বলিলেন, হে ইলাহী! ইহা ঐ স্বপ্নেরই বাস্তব রূপায়ন, যাহা তুমি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখাইছ।

* উলামাগণ বলেন, ইলমুর রু'ইয়া বা স্বপ্ন তত্ত্ব এমন একটি এলম, যাহা সৃষ্টির শুরু হইতেই নবী রসূলগণ লাভ করিয়াছেন এবং উহার প্রত্যাদেশের উপর আমল করিয়াছেন। এমনকি তাহাদের নিকট স্বপ্ন তত্ত্বও আল্লাহর নিকট হইতে ওহী হিসাবে গণ্য হইত।

* উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, যখন আমি ইলমের প্রতি লক্ষ্য করলাম, তখন উহা বিভিন্ন প্রকারে দেখিতে পাইলাম। কোন কোন ইলমের উপকারীতা শুধু দুনিয়ার সাথেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, আর কোন কোন ইল্‌মের উপকারীতা শুধু আখেরাতের সাথেই সীমাবদ্ধ দেখিতে পাইলাম। সুতরাং আমি আল্লাহর

http://islaminonesite.wordpress.com

নিকট ইস্তেখারা করতঃ এমন একটি এল্‌ম নির্বাচিত করিলাম, যাহার উপকারীতা ইহ-পরকাল উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত রহিয়াছে।

স্বপ্নের মূল তত্ত্ব বা স্বপ্ন কি?

স্বপ্নের তাৎপর্য সম্পর্কে বায়হাকীয়ে যামান কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহিমাহুল্লাহ তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞাহীনতার কারণে মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সে কল্পনা শক্তির মাধ্যমে কিছু কিছু আকার -ইঙ্গিত দেখিতে পায়, ইহারই নাম স্বপ্ন।

* মুসলিম সুফী -সাধকদের বর্ণনা অনুসারে স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, দুনিয়ার জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই আলমে-মিসাল (যাহাকে আলমে কবীর ও বলা হয়) বা উপমা জগতে প্রতিটি বস্তুরই একটি বিশেষ আকার আকৃতি বা অবয়ব রহিয়াছে। এমনকি দুনিয়ার জগতে যে সমস্ত বস্তুর মিসাল (উপমা) দেখানো বা বোঝানো সম্ভব নয়, আলমে মিসালে তাহারও উপমা বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন হায়াত-মউত, রোগ-ব্যাধি, দিন-মাস- বৎসর কাল, মা'আনী বা কোন কিছুর অর্থ ইত্যাদি। যেমন ঃ হুযুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জ্বরকে মহিলার আকৃতিতে, গরু জবেহ করাকে শাহাদাতের আকৃতিতে, হাতের চুড়িকে মিথ্যা নবীর আকৃতিতে দেখিয়েছিলেন।

* মোট কথা নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়াকর্ম হইতে মুক্ত হইয়া পড়ে, তখন স্বপ্নের মাধ্যমে কখনও কখনও আলমে মিসালের (উপমা জগতের) সাথে তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায় এবং সেখানকার আকার-আকৃতি সে দেখিতে পায়। আর এগুলি আলমে-গাইব বা অদৃশ্য জগত হইতে দেখানো হয়। ইহাকেই স্বপ্নের তাৎপর্য বলিয়া অভিহিত করা হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

* হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামেত রাজিআল্লহু আনহু হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান –

اَلرُّؤْيَا الْمُؤْمِنِ مِنْ كَلَامٍ يُكَلِّمُ الْعَبْدُ فِي الْمَنَامِ–

মু'মেনের স্বপ্ন একটি বাক্যালাপ, যাহার মাধ্যমে সে তাহার প্রতিপালকের সাথে (স্বপ্ন) কথোপকথন করিতে সক্ষম হয়।

* হযরত আউফ ইবনে মালেক রাজিআল্লহু আনহু হইতে বর্ণিত –

হুযুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন –

اَلرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ مِنْهَا تَهَاوِيْلُ (اَهَايِلُ) الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ ابْنَ اٰدَمَ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ الرَّجُلُ (مَا يَهْتَمُّ بِهِ) فِيْ يَقْظَتِهِ فَرَاٰهُ فِيْ مَنَامِهِ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ – قرطبي ومظهري

স্বপ্ন তিন প্রকার, তম্মধ্যে এক প্রকার হইল আদম সন্তানকে চিন্তিত ও আতংকিত করার জন্য শয়তানের পক্ষ হইতে স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষের স্মতিপটে ভয়াবহ ঘটনাবলী জাগাইয়া দেওয়া হয়, ইহাকে তাসাবিলুস শাইতান বা শয়তানের বিভ্রান্তি বলা হয়। দ্বিতীয়ত ঃ মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যাহা কিছু চিন্তা ফিকির করে বা যে সমস্ত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে, সেগুলিই স্বপ্নে নানা আকৃতি নিয়া দেখা দেয়। ইহাদিগকে হাদীসুন নাফস্ বা মনের সংলাপ বলে।

তৃতীয় ঃ রুইয়া সলেহা বা সত্য স্বপ্ন, যাহা নবুওয়তের ছেচল্লিশতম অংশ। ইহা আল্লহর পক্ষ হইতে এক প্রকার ইল্হাম বা খোদায়ী ইশারা, যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহার গায়েবী খাজানা বা অদৃশ্য ভাণ্ডার হইতে বান্দাকে সতর্ক করা এবং সুসংবাদ বা আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে তাহার মন মস্তিস্তে (দিল-দেমাগে) ঢালিয়া দেন, ইহাকে রুইয়া সালেহা বা সত্য স্বপ্ন বলে । (কুরতুবী - মাযহারী)

* হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম বলেন, স্বপ্ন জগতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতার নাম সিদ্দিকুন। যাহার কানের নম্র অংশ বা লতি হইতে কাধের দূরত্ব সাত শত বৎসরের রাস্তা। তিনিই লওহে মাহফুজে আল্লাহর

http://islaminonesite.wordpress.com

গায়েবী খাজানা বা অদৃশ্য ভাণ্ডার হইতে আল্লাহর নূরের (জ্যোতির) মাধ্যমে মানুষের ইহ-পরকালীন ভাল-মন্দ যাহা কিছু ঘটিবে– ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে আলমে মিসাল (উপমার জগত) হইতে আকার আকৃতি বা চিত্রকলার মাধ্যমে দেখাইয়া থাকেন।

* দুনিয়ার জগতে যেমন আলোর মাধ্যমে অন্ধকার দূরীভূত হয়, সূর্যের কিরণে যেমন প্রতিটি বস্তুই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, ঠিক তদ্রূপ আলমে মিসালের চিত্র ও দৃশ্যগুলিও আল্লাহর নূরের তাজাল্লী বা ফোকাসের মাধ্যমে সিদ্দিকুন নামক ফিরিশতার সম্মুখে খাজানায়ে গায়েব (অদৃশ্য ভাণ্ডার) হইতে ভাসমান হইয়া উঠে, আর তিনি তাহা স্বপ্নের মাধ্যমে মানব স্মৃতিপটে অংকিত করিয়া থাকেন।

স্বপ্নের উদ্দেশ্য

* মানুষ ইহ-পরকালের ভাল-মন্দ যাহা কিছু লাভ করিবে, সে সম্পর্কে অভিহিত করা বা যে সমস্ত সংকাজ করিয়াছে বা ভবিষ্যতে করিবে, তাহার সুসংবাদ বা পূর্বাভাষ দেওয়া। আর যে সমস্ত খারপ কাজ করিয়াছে বা করার ইচ্ছা রাখে, সে সম্পর্কে সাবধান করা এবং আগাম সতর্ক করা।

* যদি কেহ কোন ভয়-ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে, তবে তাহা যথা সময়েই ফলিবে কিন্তু বান্দার লাভ এই যে, আগামসংকেতের কারণে সে কোন ধরণের চিন্তিত ও দুঃখিত হইবে না। আর যদি কেহ কোন ভাল স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তবে তাহাও যথাসময়েই ফলিবে কিন্তু বান্দার লাভ এই যে, সে আগাম সংকেতের কারণে প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকিবে।

* কেহ বলেন, মু'মিনের উপকার ও কল্যাণার্থে তাহাকে স্বপ্ন দেখানো হয়, যাহাতে সে পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিতে পারে। যেমন ঃ ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লহ মিসরে থাকা অবস্থায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সম্পর্কে স্পপ্নে দেখিয়াছিলেন, যাহাতে তাহার সম্পর্কে কঠিন বিপদের সংকেত ছিল। তিনি

http://islaminonesite.wordpress.com

চিঠির মাধ্যমে ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

* মুসলিম মু'আব্বের বা স্বপ্ন বিশারদগণ বলেন, মানুষ যখন ঘুমাইয়া পড়ে, তখন তাহার রূহ সূর্য কিরণের মত সম্প্রসারিত হয় এবং " মালেকুল রুইয়া"কে উম্মুল কিতাব (গায়েবী খাজানা) হইতে আল্লাহর নূর বা তাজাল্লীর মাধ্যমে যাহা কিছু দেখান হয়, সে তখন তাহা দেখিতে পারে এবং মানুষকে তাহা স্বপ্নে দেখায়। রুহের আসা-যাওয়ার গতি সূর্যের কিরণের মত মুহূর্তের মধ্যেই সম্পাদিত হয়। ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া যখন সে তাহার ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি ফিরিয়া পায়, তখন " মালাকুর রুইয়া" তাহাকে যাহা কিছু দেখাইয়া ছিল, তাহা তাহার স্মরণ হইয়া যায়।

* কেহ কেহ বলেন, রুহানী শক্তি বা অনুভূতি শারীরিক শক্তি বা অনুভূতি হইতে অধিক শক্তিশালী। কেননা শারীরিক শক্তি বা অনুভূতির মাধ্যমে শুধুমাত্র বর্তমান জিনিসকেই অনুভব করা যায়, আর রুহানী অনুভূতি ও শক্তির মাধ্যমে বর্তমান-ভবিষ্যত সব কিছুই অনুভব করা যায়।

* ইমাম বগভী হযরত আলী রাজিআল্লহু আনহু হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আলী বলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের রুহ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু শরীরের সাথে তাহার নূর বা জ্যোতির একটি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। যাহার মাধ্যমে সে স্বপ্ন দেখিতে পায় এবং জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে রূহ তাহার শরীরে পুনরায় ফিরিয়া আসে।

* হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি উল্লেখিত উক্তিটি সঠিক হয়, তবে তাহার অর্থ এই যে, ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের রুহ আলমে মালাকুত বা আলমে মিসাল (উপমার জগতে) উপমাগুলি দেখিতে নিমগ্ন হয়, কিন্তু শরীরের সাথে তাহার নূর বা জ্যোতির একটা সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিয়া যায়, যাহার কারণে সে স্বপ্ন দেখিতে সমর্থ হয় এবং জাগ্রত হওয়া -মাত্রই রুহ তাহার শরীরে ফিরিয়া আসে।

* হযরত ওমর রাজিআল্লহু আনহু বলেন, মানুষের রূহ যখন উর্ধ্ব জগতে

http://islaminonesite.wordpress.com

বিচরণ করে, তখন আকাশে পৌঁছার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যাহা কিছু দেখে, তাহাকে হুল্‌ম বা মিথ্যা স্বপ্ন বলে (যাহা শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়া থাকে) এবং যাহা কিছু আকাশে পৌঁছার পর দেখে, তাহাকে রুইয়া সাদেকা বা সত্য স্বপ্ন বলে। যাহা আল্লাহ ও ফেরেশতার পক্ষ হইতে দেখানো হইয়া থাকে।

* হযরত ইবনে আব্বাস রাজিআল্লহু আনহু বলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত এবং জীবিতদের রূহের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হয় এবং আল্লাহর ইচ্ছাধীন তাহাদের মধ্যে পরিচয় ঘটে, যখন সমস্ত রুহ সশরীরে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছা করে, যখন মৃতদের রুহ আল্লাহ পাক নিজের নিকট রাখিয়া দেন আর জীবিতদের রুহ ছাড়িয়া দেন।

* হযরত আলী রাজিআল্লহু আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের (জীবিত ও মৃতের) রুহ কবজ করেন। আল্লাহর নিকট আকাশে থাক অবস্থায় যাহা কিছু দেখে, তাকে "রুইয়া সাদেকা' বলা হয়। আর দেখে প্রত্যাবর্তনের সময় (আকাশের নীচে) যাহা কিছু দেখে এবং (ফেরার পথে) শয়তান যাহা কিছু মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটায়, তাহাকে "রুইয়া কাযেবা" বা মিথ্যা স্বপ্ন বলা হয়, যাহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

* হযরত আবু দারদা রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, মানুষ যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন তাহার রুহ আকাশে নিয়া যাওয়া হয়, এমনকি তাহাকে আরশের নিকটে আনা হয় এবং যদি সে পাক পবিত্র হয়, তবে তাহাকে সিজদার অনুমতি দেওয়া হয়, আর যদি নাপাক বা জুনুবী হয়, তবে তাহাকে সিজদার অনুমতি দেওয়া হয় না।

* কেহ বলেন, বান্দা যখন সিজদার অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ে, আল্লাহ তাআলা তখন ফিরিশতাদিগকে বলেন, আমার বান্দার দিকে লক্ষ্য কর, তাহার রূহ বা আত্মা আমার নিকট রহিয়াছে , অথচ তাহার শরীর আমার বন্দেগী বা সিজদারত রহিয়াছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে কে বেশী অভিজ্ঞ?

* পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ নবী হুযুর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ ও ওয়াকেবহাল ছিলেন, এবং নবীগণের পর সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে হযরত আবু বাকর সিদ্দীক রাজিআল্লহু আনহু স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং সমস্ত উম্মতের মধ্যে স্বপ্নের তা'বীর বা রহস্য উদঘাটনে ইমাম ইবনে সীরিনের তুলনা স্বয়ং ইমাম ইবনে সীরিন নিজেই। এতদ্বিষয়ে আল্লাহ তাআলা তাহাকে বিশেষ পারদর্শিতা এবং ব্যুৎপত্তি দান করিয়াছিলেন, যাহা সর্বজন স্বীকৃত

ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

ইহা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ বা দান, যাহাকে তিনি চান, তাহাকে দান করেন। এমনকি স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা তাহার ফিতরাত বা স্বভাব ধর্মে পরিণত হইয়াছিল এবং সমস্ত উম্মত তাহাকে এতদ্বিষয়ে পরপরই হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব রাজিআল্লাহু আনহুর স্থান, যিনি এ বিষয়ে তাহার সমান-সমান বা কাছাকাছি ছিলেন।

স্বপ্নের প্রকারভেদ

* উলামাগণ বলেন, স্বপ্ন তিন প্রকার (১) আর রুইয়া সাদেকা বা যাহা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে সুসংবাদ বাহক। (২) শয়তানের পক্ষ হইতে তাহযীর বা ভয়ভীতি প্রদর্শক (৩) মানুষ যাহা চিন্তা ভাবনা করে, স্বপ্নে তাহারই রূপায়ন দেখে, যেমন মানুষ কাহাকেও ভালবাসে বা ভয় করে, স্বপ্নে তাহাকে বন্ধু বা শত্রু রূপে দেখে, বা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি স্বপ্নে খাইতে দেখে, বা পিপাসিত ব্যক্তি কোন কিছু পান করিতে দেখে, বা রোদ্রে শোয়া ব্যক্তি আগুন জ্বলিতে

http://islaminonesite.wordpress.com

দেখে, বা কোন আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি শান্তি পাইতে দেখে ইত্যাদি ইত্যাদি।

* স্বপ্ন অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যত সম্পর্কেও হইতে পারে। অতীতের কোন কাজ সম্পর্কে স্বপ্ন দ্বারা তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের প্রতি সতর্ক করা বা শুভ সংবাদ প্রদান করা উদ্দেশ্য হয়।

* মানুষ যাহা কিছু স্বপ্নে দেখে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত, একটি আল্লাহর পক্ষ হইতে, অপরটি শয়তানের পক্ষ হইতে, যদিও সমস্ত কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা।

* রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান –

اَلرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحِلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ –

সত্য ও বাস্তব স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হইতে এবং মিথ্যা ও অবাস্তব স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়া থাকে।

* আউফ বিন মালেক রাজিআল্লহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, স্বপ্ন তিন প্রকার –

(১) আদম সন্তানকে পেরেশান (চিন্তিত) করার জন্য শয়তানের পক্ষ হইতে ভয়-ভীতিকর স্বপ্ন।

(২) জাগ্রত অবস্থায় (দিনের বেলায়) মানুষ যাহা নিয়া ব্যস্ত থাকে বা চিন্তা করে, রাত্রে তাহারই স্বপ্ন।

(৩) আল্লাহর পক্ষ হইতে রুইয়া সালেহা বা নেক স্বপ্ন, যাহা নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

* জাগ্রত অবস্থায় বাস্তব জগতে মানুষ যাহা কিছু দেখে বা যাহা নিয়া চিন্তা–ভাবনা করে, তাহাই যদি স্বপ্নজগতে চিত্রিত ও রূপান্তরিত হইয়া দেখা দেয়, তবে তাহাকে হাদীসুন নাফস বলে। আর যদি ভয়-ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শয়তানের পক্ষ হইতে কোন চিত্র, ছবি বা ঘটনাবলী মানুষের জেহেনে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাকে "তাসাবিলুস শয়তান" বলা হয়। এই উভয় প্রকার স্বপ্নের কোন বাস্তবতা নেই। আর যদি বান্দাকে সতর্ক করার

http://islaminonesite.wordpress.com

জন্য বা শুভসংবাদ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে গায়েবের খাজানা হইতে কোন কিছু বান্দার দিল-দেমাগে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে " রুইয়া সালেহা" বলা হয়। ইহাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে এক ধরণের ইলহামও বলা যাইতে পারে। তিবরানীর উদ্ধৃতিতে তাফসীরে মাজহারীতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মু'মিনের স্বপ্ন একটি কালাম, যাহার দ্বারা বান্দা তাহার রবের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে ধন্য হইতে পারে।

রুইয়া সালেহা বা নেক স্বপ্ন দুই প্রকার

১ম – যাহার অর্থ স্বচ্ছ বা পরিস্কার, যাহার কোন তা'বীর বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

২য়–যাহার অর্থ স্বচ্ছ বা পরিস্কার নয়, বরং যাহাতে কোন কিছুর ইশারা ইঙ্গিত রহিয়াছে, এবং কোন হিকমত বা ভবিষ্যতের সংবাদ রহিয়াছে।

হক্ব বা সত্য স্বপ্নগুলি আবার কয়েক প্রকার ঃ

(১) রুইয়া সাদেকা জাহেরা বা ঐ ধরণের সত্য স্বপ্ন যাহার ব্যাখ্যা একেবারে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট, যাহা বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না এবং যাহা নবুওয়তের একটি অংশ, যেমন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের স্বপ্ন –

إِنِّيْ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى

(আমি তোমাকে জবেহ করিতে দেখিয়াছি) পুত্রকে জবেহ করার সম্পর্কে, এবং হুদাইবিয়া নামক স্থানে হজ্জ ও উমরাহ সম্পর্কে –

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ ورسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

(অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাহার রাসূলকে স্বপ্ন সত্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বপ্ন।

* কেহ বলেন সৌভাগ্যবান তাহারা, যাহারা স্পষ্ট অর্থবোধক স্বপ্ন দেখে, কেননা ইহা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মালাকুর রুইয়া বা ফেরেশতাদের মাধ্যম

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাড়াই সরাসরি দেখাইয়া থাকেন।

(২) আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে সুসংবাদ বাহক স্বপ্ন, যেমন কখনও কখনও আল্লাহর পক্ষ হইতে খারাপ ও অশুভ স্বপ্নও দেখানো হয় এবং যাহার দ্বারা বান্দাকে সাবধান-সতর্ক করা হয় এবং ধমকানো হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

خَيْرُ مَا يَرَى أَحَدُكُمْ فِي الْمَنَامِ أَنْ يرى رَبُّهُ أَوَ نَبِيُّهُ أَوْ يَرَى أَبَوَيْهِ مُسْلِمَيْنِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ يَرَى أَحَدٌ رَبَّهُ قَالَ نَعَمْ وَالسُّلْطَانُ هُوَ اللّٰهُ تَعَالَى –

তোমরা যে সমস্ত স্বপ্ন দেখিয়া থাক, তাহার মধ্যে সর্ব উত্তম হইল কেহ তাহার প্রতিপালককে বা নবীকে বা মুসলমান পিতামাতাকে স্বপ্নে দেখিবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেহ কি তাহার প্রতিপালককে স্বপ্নে দেখিতে পারে? উত্তরে তিনি ফরমান, বাদশার আকারে, কেননা তিনিই তো প্রকৃত মালেক বা বাদশা।

(৩) মালাকুর রুইয়া বা স্বপ্ন জগতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা (সিদ্দিকুন) যাহা কিছু উম্মুল কিতাব হইতে আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌ম দ্বারা বান্দাকে দেখাইয়া থাকেন। কেননা উম্মুল কিতাবে প্রতিটি বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট মিছাল বা অনুরূপ কাঠামো রহিয়াছে। উক্ত মিছাল বা অনুরূপ কাঠামের হিকমত বা রহস্য কি? স্বপ্নে মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাহা তাহার অন্তরে ইল্‌হাম করেন বা ঢালিয়া দেন।

(৪) ইঙ্গিত সূচক স্বপ্ন, যাহা আরওয়াহদের মাধ্যমে দেখানো হইয়া থাকে, যেমন কেহ স্বপ্নে দেখিল যে, কোন ফিরিশতা তাহাকে বলিতেছে যে, তোমার স্ত্রী অমুক বন্ধুর মাধ্যমে তোমাকে বিষ পান করাইতে চাহিতেছে, তবে উক্ত স্বপ্নে এই ইংগিত রহিয়াছে যে, বন্ধুটি তাহার স্ত্রীর সাথে যেনা করিবে, কেননা বিষ পান করানো যেমন একটি গোপণীয় বস্ত ঠিক তদ্রূপ যেনাও একটি গোপনীয় বস্ত।

http://islaminonesite.wordpress.com

(৫) স্বপ্ন যাহাই থাকুক না কেন বাস্তব ঘটনাবলী ও দলীল প্রমাণাদির পরিপ্রেক্ষিতে তাহার ফলাফল সত্যে পরিণত হইবে। যেমন যদি কেহ মসজিদে সেতার বা বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে দেখে, তবে সে ফাহেশা বা অশ্লীল কাজ হইতে তওবা করিবে এবং তাহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িবে। কেননা মসজিদ বাদ্য বাজাইবার জায়গা নয়, বরং তাওবা বা আত্মশুদ্ধির জায়গা।

আর যদি কেহ হাম্মামখানা বা শৌচাগারে তেলওয়াত করিতে দেখে তবে সে ফাহেশা বা অশ্লীল কাজে প্রসিদ্ধ হইবে, কেননা হাম্মামখানা কোরআন তেলওয়াতের জায়গা নয়; বরং সতর খোলার জায়গা, যেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না, শয়তান যেমন মসজিদে প্রবেশ করে না।

* উল্লেখ্য যে, মহিলাদের ঋতুকালীন সময়ের স্বপ্ন, বাচ্চা ও জুনুবীদের (যাহাদের উপর গোসল ফরয) স্বপ্নও সত্য হয়, কারণ মজুসীদের (অগ্নিপুজক) চেয়ে তাহাদের অবস্থা ধর্মীয় বিচারে অনেক উন্নত, কেননা কাফেরদের ঈমান-আমল উভয়ই খারাপ এবং ফরয গোসলকেও তাহারা কোন গুরুত্ব দেয় না, অথচ ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাহার যামানায় কাফের বাদশার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, যাহা সত্যে পরিণত হইয়াছিল এবং স্বয়ং ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাত বৎসর বয়সের স্বপ্ন ও সত্যে পরিণত হইয়াছিল, যাহা ভাইদের সম্পর্কে দেখিয়াছিলেন।

* স্বপ্নের ফলাফল কখনও স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য না ফলিয়া বরং তাহার সন্তানাদির জন্য বা তাহার নজির বা অনুরূপ কোন ব্যক্তির জন্য বা তাহার বংশধরের কাহারও জন্য ফলিতে পারে, যেমন হুযুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবেন আবীল আসকে স্বপ্নে বেহেশতে দেখিয়াছিলেন অথচ সে একজন কাফের ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন যে, আত্তাব ইবনে উসাঈদ বেহেশতে যাইবে, কেননা আকার আকৃতি ও গঠনের দিক দিয়া সে তাহার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

* স্বপ্নদ্রষ্টা যদি বিশ্বস্ত হয় এবং সৎ (লোক) হয় এবং স্বপ্নই যদি তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলিয়া দেওয়া হয়, তবে বাস্তবেও তাহা সেই ভাবেই প্রতিফলিত হইবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

* যদি কেহ কোন ভাল বা মন্দ স্বপ্ন দেখে এবং সে স্বপ্নের ফলাফলের অপেক্ষা করিতে থাকে, ইত্যবসরে বাস্তব ঘটনা সেই রকমই দেখিতে পায়, যাহা সে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, তবে ইহাকেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সত্য বা ফলদায়ক স্বপ্ন

* সেহরী বা শেষ রাত্রের স্বপ্ন বেশী ফলদায়ক হয়, এমনিভাবে কাইলুলা বা দ্বিপ্রহরের স্বপ্নও বেশী ফলিয়া থাকে।

* ইমাম জাফর সাদেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, কাইলুলা বা দ্বিপ্রহরের স্বপ্ন অত্যাধিক সত্য ও ফলদায়ক হয়।

* কেহ বলেন, রাত্রির চেয়ে দিনের স্বপ্ন, অন্ধকারের চেয়ে আলোর স্বপ্ন, শীতের চেয়ে গ্রীষ্মের স্বপ্ন, ফলহীনের চেয়ে ফলের মওসুমের স্বপ্ন, হেমন্তকালের চেয়ে বসন্তকালের স্বপ্ন অধিক সত্য ও সঠিক হয়।

আর শীত ও হেমন্তকালের স্বপ্ন খুব কম-ই সত্য ও সঠিক হয়।

أَصْدَقُ النَّاسِ رُؤْيَةً أَصْدَقُ النَّاسِ حَدِيْثًا –

* যাহাদের কথা বেশী সত্য, তাহাদের স্বপ্নও বেশী সত্য হয়।

* ইমাম ইবনে সীরিন রহিমাহুল্লাহ বলেন, গাছপালা পল্লবিত হওয়া এবং ফল পাকার মওসুমের স্বপ্ন বেশী ফলদায়কও সত্য হয় এবং গাছের ফল শেষ হওয়া ও পাতা ঝরার সময়ের স্বপ্ন দুর্বল ও কম ফলদায়ক হয়।

* কাফের ফাসেক বা পাপাচারী মু'মিনের স্বপ্নও সত্য সঠিক হয় তবে তুলনামূলকভাবে কম।

* গাছে ফল আসার সময়কার স্বপ্ন যদিও সামান্য দেরীতে হউনা না কেন, তবুও তাহা অবশ্যই ফলিয়া থাকিবে।

* গাছের ফল পাকার মওসুমের স্বপ্ন খুবই তাড়াতাড়ি ফলিয়া থাকে এবং

http://islaminonesite.wordpress.com

তাহা খুবই উপকারী হয়। আর গাছপালা পল্লবিত হওয়ার স্বপ্ন ফল পাকার স্বপ্নের দেয়ে দেরীতে ফলিবে এবং উপকারের দিক দিয়াও তুলনামূলক ভাবে কম হইবে এবং পাতা ঝরা এবং ফল শেষ হওয়ার স্বপ্ন আরো দেরীতে ফলিবে এবং উপকারও কম হইবে।

رُؤْيَا السِّحْرِ نُوْرٌ مِّنَ اللّٰهِ

প্রভাতের স্বপ্ন আল্লাহর নূর।

হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে

أَصْدَقُكُمْ رُؤْيًا أَصْدَقُكُمْ حَدِيْثًا

তোমাদের মধ্যে যাহারা কথায় বেশী সত্য তাহাদের স্বপ্ন ও বেশী সত্য।

আরও হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে

أَصْدَقُ الرُّؤْيَا مَا كَانَ بِالْاَسْحَارِ

সেহরী বা প্রাতঃকালের স্বপ্ন অধিক সত্য হয়।

অপর একটি হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে

أَصْدَقُ الرُّؤْيَا رُؤْيَا النَّهَارِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَىَّ نَهَارًا

দিনের স্বপ্ন ও অধিক সত্য হয়, কেননা আল্লাহ তাআলা আমর নিকট দিনের বেলায়ই ওহীর সূচনা করিয়াছেন।

* মানুষ যখন চিন্তা -ফিকির এবং কোন কিছুর আশা-আকাঙ্খামুক্ত অবস্থায় ঘুমায় এবং তাহার তবিয়ত বা স্বভাব ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং আবহাওয়া এবং মওসুম ও সুন্দর হয়, অর্থাৎ সময়টা যদি বসন্তকাল হইতে শরৎকালের মধ্যবর্তী হয়, তবে উক্ত সময়ের স্বপ্ন গুলি অধিক সত্য হয়।

* স্বপ্ন সত্য ও সঠিক হওয়ার ব্যাপারে জানাবাত (যাহাদের উপর গোসল ফরয) বা ঋতুবর্তী হওয়া কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

* মৃতরা যেহেতু সত্যের ঘরে (আখেরাতে) পৌঁছিয়াছে, এই জন্য স্বপ্নে তাহারা যাহা কিছু বলিবে, তাহা সন্দেহাতীতভাবে সত্যে পরিণত হইবে,

http://islaminonesite.wordpress.com

এমনিভাবে নাবালক বাচ্চা (যাহারাও এখনও মিথ্যা বুঝে না) জীব-জনোয়ার, পশুপাখিকে যদি কোন কিছু বলিতে দেখে, তবে তাহাও সত্যে পরিণত হইবে।

* জড় পদার্থকে যদি স্বপ্নে কোন কিছু বলিতে দেখে, তবে ইহা কোন আশ্চর্যজনক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে।

স্বপ্ন কখন সত্য হয়

* আল্লাহ্ তাআলা মালাকুর মুআক্কেল বা রূহের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতার উপস্থিতির সময়ের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়া দেন বলিয়া ইহাকে ফেরেশতার দিকে অভিহিত করা হয। আর শয়তানের উপস্থিতির সময়ের স্বপ্নকে মিথ্যা পরিণত করিয়া দেন বলিয়া ইহাকে শয়তানের দিকে অভিহিত করা হয়।

* হযরত ওমর রাজিআল্লহু আনহু বলেন, আমি কি তোমাদিগকে অভিহিত করিব না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় যখন মানুষের রূহ আকাশের দিকে বিচরণ করে, তখন আকাশে পৌঁছার পূর্বে যাহা কিছু স্বপ্নে দেখে, তাহা হুল্‌ম বা মিথ্যা স্বপ্ন, আর আকাশে পৌঁছার পর যাহা কিছু দেখে, তাহা রুইয়া -সাদেকা বা সত্য স্বপ্ন।

* ইমাম ইবনে সীরিন রহিমাহুল্লহ এর ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা এই – প্রতিটি স্বপ্ন যাহা মানুষ দেখিয়া থাকে, তাহা সঠিক ও সত্য নয় এবং তাহার ব্যাখ্যা দেওয়াও জায়েজ নয়, বরং উম্মুল কিতাব বা লাওহে মাহফুয হইতে রুহাইল নামক ফেরেশতা সরাসরি বান্দাকে যাহা কিছু দেখাইয়া থাকেন, তাহাই রুইয়া সালেহা বা সত্য সঠিক স্বপ্ন, ইহা ব্যতীত অন্যগুলি আদগাছে আহলাম বা মিথ্যা স্বপ্ন, যাহার কোন তাবীর বা ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

* কেহ বলেন, গাছপালা, তরুলতা, ঘরবাড়ী যাহাতে পোকায় নষ্ট করিতে না পারে, সেজন ফেরেশতাদের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, যখন ইহাদের সময় শেষ হইয়া আসে এবং মুআক্কেল ফেরেশতা চলিয়া যান, তখন মওসুমের

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বভাবের পরিবর্তন দেখা দেয়, আর এই সময়কার স্বপ্নগুলিও খারাপ হইয়া থাকে।

* হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম বলেন, স্বপ্নের দায়িত্বে নিয়োজিত মুআক্কেল ফেরেশতার নাম সিদ্দিকুন। তিনিই মানুসের সম্মুখে স্বপ্নের রূপ তুলিয়া ধরেন এবং দুনিয়াতে ভাল-মন্দ যাহা কিছু সংঘটিত হইবে, এবং লওহে মাহফুজে আল্লাহর তাআলার গায়েবী খাজানা হইতে আল্লাহর নূর বা জ্যোতির (ফোকাসের) মাধ্যমে তিনি বান্দাদিগকে দেখাইয়া থাকেন এবং এ ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র সংশয় বা সন্দেহে পতিত হন না। উক্তর ফেরেশতার উপমা সূর্যের আলোর মত। সূর্যের আলো যখন কোন কিছুর উপর পতিত য়, তখন উহা আলোর সাহায্যে মানুষের সম্মুখে ভাসমান হইয়া উঠে এবং দৃষ্টি গোচরিত হয়, ঠিক তদ্রূপ আল্লাহর নূর বা জ্যোতির মাধ্যমে প্রতিটি বস্তুই তাহার সম্মুখে ভাসমান হইয়া উঠে এবং তিনি তাহার মারেফাত লাভ করিতে পারেন এবং ইহ-পরকালে মানুষের ভাল-মন্দ যাহা কিছু ঘটিবে, সে সম্পর্কে বান্দাকে স্বপ্নের মাধ্যমে অভিহিত করান এবং সঠিক পথ দেখান, এবং অতীতে যে সমস্ত কৎকাজ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে করিবে, সে সম্পর্কে তাহাকে শুভ সংবাদ প্রদান করেন। অথবা যে সমস্ত গুনাহ করিয়াছে বা ভবিষ্যতে করার ইচ্ছা রাখে, সে সম্পর্কে তাহাকে সাবধান (সতর্ক) করেন।

* মুসলিম মুআব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতাগণ বলেন, মানুষ রূহের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখে এবং আক্‌ল বা বিবেক শক্তির মাধ্যমে তাহা বুঝিতে সক্ষম হয়। মানুষ যখন ঘুমায়, তখন তাহার রুহ সূর্য কিরণের মত সম্প্রসারিত হয় এবং সে আল্লাহর নূরের বা জ্যোতির মাধ্যমে মালাকুর রুইয়া যাহা কিছু দেখান তাহা দেখিতে সক্ষম হয় এবং রুহের যাওয়া-আসার গতিবিধি সূর্য কিরণের মত, মেঘের দ্বারা যেমন সূর্য কিরণ বাধাগ্রস্থ হয়, আবার মুহুর্তের মধ্যেই তাহা সম্প্রসারিত হয়, ঠিক তদ্রূপ ঘুমের মধ্যে রুহ উর্ধ্বজগতে চলিয়া যায় এবং যাহা কিছু সে তথায় দেখিতে পায়, জাগ্রত হওয়া মাত্র যখন তাহার বিবেক শক্তি ফিরিয়া আসে, তখন মালাকুর রুইয়া তাহাকে যাহা কিছু দেখাইয়াছিল বা তাহার বিরুদ্ধে শক্তিতে যাহা কিছু আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তাহার মনে জাগ্রত হইয়া

http://islaminonesite.wordpress.com

উঠে।

* উল্লেখ্য – কেহ বলেন, মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তির অনুভূতির চেয়ে রুহানী শক্তির অনুভূতি অধিক প্রখর এবং বলিষ্ঠ। কেননা ইন্দ্রিয় শক্তির অনুভূতি মানুষকে তাহাই জ্ঞাত করিতে পারে, যাহা তাহার সম্মুখে বাস্তব আকারে বিদ্যমান থাকে। আর রুহানী শক্তি ঐ সমস্ত জিনিষ সম্পর্কেও জ্ঞাত করিতে পারে, যাহা ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে।

* ইমাম ইবনে সীরিন রহিমাহুল্লাহ বলেন, ডান কাঁতে শুইয়া যদি কেহ কোন কিছু স্বপ্ন দেখে, তবে উহা আল্লাহর তাআলার পক্ষ হইতে মনে করিতে হইবে। আর যদি বাম কাঁতে বা চিত হইয়া শুইয়া কোন কিছু স্বপ্ন দেখে, তবে উহা আরওয়াহদের পক্ষ হইতে মনে করিতে হইবে। আর যদি উপুর হইয়া শুইয়া কোন স্বপ্ন দেখে, তবে ইহা শয়তানের পক্ষ হইতে মনে করিতে হইবে।

স্বপ্নের উপকারীতা এবং স্বপ্ন কেন দেখান হয়

* উস্তাদ আবু সাআদ বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক স্বপ্ন – প্রকৃতপক্ষে তাহার কার্যকলাপের হাকিকত বা তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া হয় এবং তাহার কাজের পরিণতি সম্পর্কে তাহাকে সাবধান-সতর্ক করা হয়। কেননা এমনও স্বপ্ন আছে, যাহার কোন কিছুর আদেশ-নিষেধ থাকে, বা তাহাতে ডাট-ধমক থাকে, বা কোন কিছুর সুসংবাদ বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়। আর হবেই না কেন? কেননা স্বপ্নকে নবুওয়তের একটি অংশ বা অবশিষ্টাংশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

* কেহ কেহ সত্য ও সঠিক স্বপ্নকে নবুওয়তের একটি প্রকার বা স্তর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেননা আম্বিয়াগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বপ্নের মাধ্যমেই ওহীর প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নবী বলা হয়। আর কেহ কেহ জাগ্রত অবস্থায় ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ওহীর প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন,

http://islaminonesite.wordpress.com

তাহাদিগকে রাসূল বলা হয়। আর ইহাকেই তাহারা নবী-রসূলের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করিয়া থাকেন।

* কাফের বা আল্লাহকে অবিশ্বাসীদের সত্য ও সঠিক স্বপ্ন দেখা -ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলার আদালতে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করার দলীল প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সমকালীন ফেরআউন সাতটি গাভী স্বপ্ন দেখা, বুখতে নসর বাদশাহ – তাহার রাজত্ব ধ্বংস হইতে এবং ভীষণ বিপদে পতিত হইতে দেখা, এবং ইরানের বাদশাহ – তাহার রাজত্ব ধ্বংস হইতে স্বপ্নে দেখা; ইত্যাদি ইত্যাদি, যাহা সত্য ও সঠিক ছিল এবং ক্বিয়ামত দিবসে ইহা তাহাদিগকে অভিযুক্ত করার দলীল হিসাবে গণ্য হইবে।

* স্বপ্ন কখনও অতীত কালের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি স্মরণ করাইয়া দেওয়া এবং তৎসম্পর্কে সতর্ক করার জন্যও হইয়া থাকে, যাহাতে সে অতীতের গুনাহ বা ত্রুটি হইতে তওবা করার প্রয়াস পায়।

স্বপ্ন সম্পর্কে কতিপয় ফায়দা

* হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম বলেন, ফিৎরত বা স্বভাবের মধ্যে যেমন তারতম্য হইতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে মানুষের স্বপ্নের মধ্যেও তারতম্য হইতে পারে। নেক বাদশাদের স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হইতে ইলহাম বা প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে। বাদশাদের উজির-নাজির বা সভাসদবৃন্দের স্বপ্ন, তাহাদের সততা ও আমানতদারীর উপর নির্ভরশীল হইবে।

* চাকর-নওকর এবং গোলামদের ভাল স্বপ্নের ফলাফল তাহাদের মনিব-মালিকের জন্যও বর্তাইয়া থাকে।

* মহিলাদের স্বপ্নের ফলাফল খুব তাড়াতাড়ি ফলিয়া থাকে।

* ধনীদের স্বপ্ন গরীবদের তুলনায় অধিক বাস্তবায়িত হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

* গরীবদের ভাল স্বপ্ন দেরীতে ফলিয়া থাকে আর মন্দ ও খারাপ স্বপ্ন তাড়াতাড়ি ফলিয়া থাকে।

* নাবালক বাচ্চাদের স্বপ্ন বেশী সঠিক হয় এবং অধিক ফলিয়া থাকে। কেননা তাহারা মাসুম বা নিষ্পাপ। আর সাবালকদের স্বপ্ন দুর্বল হয়, কেননা তাহারা শাহওয়াত বা কামনা-বাসনায় লিপ্ত থাকে।

* মাতাল, যুনুবী, (যাহাদের উপর গোসল ফরয) এবং ঋতুবতীদের স্বপ্নের কোন ভিত্তি নাই এবং তাহাদের ফল ও সঠিক হয় না। তবে ইমাম ইবনে সীরিন বলেন, তাহাদের স্বপ্নও সঠিক হয় কেননা কাফের যিম্মিদের স্বপ্নও তো সঠিক হয় (আর কাফের যিম্মিদের চেয়ে তাহাদের অবস্থা অনেক ভাল)। যেমন ফেরআউনের স্বপ্ন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সত্যে পরিণত হইয়াছিল এবং নমরূদের স্বপ্ন ইবরাহীমের বাগান সম্পর্কে সত্যে পরিণত হইয়াছিল ইত্যাদি। কাজেই মাতাল, জুনুবী এবং ঋতুবতীরে স্বপ্নও সত্য ও সঠিক হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

* ইমাম কিরমানী বলেন, মুসলমানের স্বপ্ন কাফেরের চেয়ে, আলেমের স্বপ্ন জাহেলের চেয়ে, শরীফ-ভদ্রলোকের স্বপ্ন অভদ্রলোকের চেয়ে, পাক-পবিত্র মানুষের স্বপ্ন অপবিত্র মানুষের চেয়ে, বৃদ্ধলোকের স্বপ্ন যুবকের চেয়ে বেশী সত্য ও ফলদায়ক হয়।

* কেহ বলেন, স্বপ্নের যদি ভাল-মন্দ উভয় দিক থাকে, তবে ভাল দিকটার ব্যাখ্যা দিবে এবং মন্দ দিকটা ছাড়িয়া দিবে এবং স্বপ্ন দ্রষ্টাকে সতর্ক করিবে এবং সদকা দিতে বলিবে।

স্বপ্ন বাস্তবায়নের সময় ও কাল

* শেষ রাত্রের স্বপ্ন তাড়াতাড়ি ফলে। সোবহে সাদিকের পরবর্তী সময়ের স্বপ্ন এবং দিনের স্বপ্ন এক মাস বা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যেই ফলিয়া থাকে।

http://islaminonesite.wordpress.com

* ইমাম ইবনে সীরিন রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাত্রের প্রথম ভাগের স্বপ্নের ফলাফলের জন্য বিশ বৎসর বা তার চেয়ে কম সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। মধ্য রাতের স্বপ্নের ফলাফল দশ বৎসর বা তার চেয়ে কম সময়ে ফলিয়া থাকে। এই হিসাবে রাত্রি যে অংশে স্বপ্ন দেখিবে, তাহার জন্য ৩৩ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে।

* ইমাম কিরমানী বলেন, গভীর নিদ্রার স্বপ্নের ফলাফল সবচেয়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়।

* কেহ বলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর স্বপ্নের ফল বিশ বৎসর পর ফলিয়াছিল। এই জন্য স্বপ্নের ফলাফলের জন্য কম পক্ষে বিশ বৎসর অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বলেন এর বর্ণনাসূত্রে হযরত ইউসুফ আলাইহিসা সালামের স্বপ্ন চল্লিশ বৎসর পর বাস্তবায়িত হইয়াছিল। এই জন্য ইহাকে স্বপ্ন বাস্তবায়নের সর্বশেষ সময়সীমা নির্ধারণ করা হইয়াছে।

স্বপ্নের আদাব

* উস্তাদ আবু সাআদ বলেন, স্বপ্ন সঠিক ও সত্যে পরিণত হওয়ার জন্য কতগুলি আদাব বা উত্তম গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।

(১) সত্য কথা বলার অভ্যেস করিতে হইবে, কেননা নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, " তোমাদের মধ্যে তাহার স্বপ্নই বেশী সত্য হইবে, যাহার কথা বেশী সত্য হইবে।"

(২) যথাসাধ্য ফিৎরত বা স্বভাবধর্মগুলি পালন করার চেষ্টা করিবে (যাহার ব্যাখ্যা عشرة من الفطرة হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে) অর্থাৎ দশটি জিনিস আম্বিয়াগণের ফিৎরত বা সুন্নত মোচ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, নখ কাটা, বগল ও নাভীর নীচের চুল পরিস্কার করা, মেসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, আগুলের গিরাগুলির ময়লা পরিস্কার করা, কুলি করা, এস্তেঞ্জা বা ঢিলা-কুলুখের পর পানি ব্যবহার করা।

http://islaminonesite.wordpress.com

* বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈনিক সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করিতেন, গত রাত্রে তোমাদের কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ কি? দেখিয়া থাকিলে তাহা বর্ণনা করিতেন, আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার অভ্যাস অনুযায়ী কয়েক দিন সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করিলেন, কিন্তু কেহই কোন স্বপ্ন দেখার কথা বর্ণনা করিলেন না। নবী বলিলেন, তোমরা স্বপ্ন দেখিবেই বা কিভাবে? কেননা তোমাদের নখের নীচে ময়লা জমিয়া রহিয়াছে। আর এই জন্যই বলা হইয়াছিল যে, তাহাদের নখ লম্বা হইয়া গিয়াছিল অথচ নখ কাটা ফিৎরত বা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) পাক পবিত্র এবং অযু অবস্থায় শয়ন করিবে, কেননা হযরত আবু যার গিফারী রাজিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার খলীল হুযুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তিনটি জিনিস সম্পর্কে অসিয়ত করিয়াছেন, যাহা আমি মৃত্যু পর্যন্ত কখনও ছাড়িব না। প্রতি মাসে তিনটি করিয়া রোযা রাখা, ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করা, বিনা অজুতে শয়ন না করা।

(৪) ডান কাঁতে শয়ন করিবে, কেননা হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক কাজই ডান দিক পছন্দ করিতেন। ইহাও বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান কাঁতে শয়ন করিয়া ডান হাত ডান গালের নীচে রাখিয়া এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادَكَ

হে আল্লাহ তোমার আযাব হইতে আমাকে রক্ষা কর, যেদিন তোমার বান্দাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

* উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাজিআল্লহু আনহা শোয়ার সময় এই দুআ পড়িতেন

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ رُؤْيًا صَالِحًا غَيْرَ كَاذِبَةٍ وَنَافِعَةً غَيْرَ ضَارَّةٍ

http://islaminonesite.wordpress.com

وحَافِظَةً غَيْرَ نَاسِئَةٍ –

হে আল্লাহ! তোমার নিকট ভাল ও সত্য স্বপ্ন দেখা ইচ্ছা রাখি, যাহা মিথ্যা হইবে না, উপকারী হইবে যাহা ক্ষতিকর হইবে না, স্মরণ থাকিবে যাহা ভুলিয়া যাইবে না।

কোন কোন বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, শয়নকারীর জন্য এই দুআ পড়া সুন্নত ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الاِحْتِلاَمِ وسُوْءِ الاَحْلاَمِ وَأَنْ يَّتَلاَعَبَ بِيِ الشَّيْطَانُ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ

হে আল্লাহ! খারাপ স্বপ্ন এবং স্বপ্নদোষ হইতে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করি এবং শয়তান যেন ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় আমাকে নিয়া খেলা করিতে না পারে – তাহা হইতেও তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি।

* যদি কেহ চান যে, তাহার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হউক, তবে অবশ্যই তাহাদের সত্য কথা বলিতে হইবে এবং মিথ্যা, গিবত, পরনিন্দা, চোগলখোরী ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

* স্বপ্নদ্রষ্টা মিথ্যুক সত্ত্বেও যদি সে অন্যের মিথ্যা বলাকে অপছন্দ করে, তবে তাহার স্বপ্ন সত্য হইবে। আর যদি সে অন্যের মিথ্যা বলাকে অপছন্দ না করে, তবে তাহার স্বপ্ন সত্য হইবে না। সুতরাং মানুষের জন্য উচিৎ সদা সর্বদা সত্য কথা বলা, মিথ্যাকে ঘৃণা করা এবং পাক-পবিত্র অবস্থায় শয়ন করা, যাহাতে তাহার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়।

* মানুষ যদি সচ্চরিত্রবান না হয় তবে স্বপ্ন দেখা সত্ত্বে– আল্লাহর নাফরমানী, গুনাহ, পাপাচার, পরনিন্দা এবং চোগলখুরীর কারণে তাহা মনে রাখিতে পারিবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বপ্ন দর্শকের আদাব

* উস্তাদ আবু সাআদ বলেন, স্বপ্ন দ্রষ্টা এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতা উভয়ের কিছু আদাব রহিয়াছে, নিম্নে স্বপ্নদ্রষ্টার কিছু আদাবের বর্ণনা দেওয়া হইল।

(১) হিংসুক বা পরশ্রকাতর লোকের নিকট কখনও সে তাহার স্বপ্ন বর্ণনা করিবে না। কেননা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম স্বীয় ছেলে হযরত ইউসুফকে তাহার ভাইদের নিকট স্বপ্ন বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

(২) মূর্খ লোকের নিকট সে তাহার স্বপ্ন বর্ণনা করিবে না, কেননা হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, বন্ধু ও বুদ্ধিমান-জ্ঞানী লোক ব্যতীত তুমি তোমার স্বপ্ন কাহারও নিকট বর্ণনা করিও না।

(৩) স্বপ্নে কোন মিথ্যা মিলাইবে না। কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে, " যে ব্যক্তি স্বপ্নে মিথ্যা মিলাইবে, কিয়ামতের দিন তাহাকেদুইটি যব বা দানার মধ্যে গিরা লাগাইতে বাধ্য করা হইবে।

(৪) স্বপ্ন যেমন একা একা দেখিয়াছে, ঠিক তেমনি একা একা মুআব্বেরের নিকট বলিবে, লোক সম্মুখে বলিবে না।

(৫) কোন বাচ্চা বা মহিলার নিকট স্বপ্ন বলিবে না।

(৭) দিন, মাস বা বৎসরের শুরুতে স্বপ্ন বলা উত্তম, কিন্তু শেষের দিকে বলিবে না। কেননা হুযুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য দিনের শুরুর ভাগ বরকতময় হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করিয়াছেন।

(৭) মঙ্গলবার দিন স্বপ্ন বলিবে না, কেননা ইহা খুন-খারাবীর দেন। এমনিভাবে বুধবার দিনও স্বপ্ন বলা পছন্দনীয় নয়।

(৮) স্বপ্ন দ্রষ্টার উচিত চিন্তা –ভাবনা করিয়া স্বপ্ন বলা এবং যাহা কিছু দেখে নাই, তাহা না বলা, নতুবা স্বপ্নই বিফল হইবে এবং আল্লাহর নিকট অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে এবং স্বপ্নে যে মিথ্যা বলিবে, সে আল্লাহর উপর

http://islaminonesite.wordpress.com

মিথ্যা আরোপকারী বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) স্বপ্ন দ্রষ্টার যদি কোন বিশেষ আদত-অভ্যাস থাকিয়া থাকে, তবে মুআব্বেরের উচিত তাহার আদত-অভ্যাস অনুযায়ী স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া। যেমন কেহ যদি গোশত খাইতে দেখে, বা টাকা পয়সা হাতে আসিতে দেখে, তবে বাস্তবেও সে গোশত খাইতে পারে এবং টাকা পয়সা হাতে আসিতে দেখে, বা কেহ যদি স্বপ্নে বৃষ্টি বর্ষিতে দেখে, তবে বাস্তবেও সে বৃষ্টি বর্ষিতে দেখে।

(১০) মিথ্যা বলা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ كَذَبَ فِي الرُّؤْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيْرَةٍ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى عَيْنَيْهِ لاَ يَجِدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ أَعْظَمَ الْفِرْيَةِ أَنْ يُفْتَرِى الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ يَقُوْلُ رَأَتْ وَلَمْ يَرَ شَيْئًا –

যে ব্যক্তি স্বপ্নে মিথ্যা মিলাইল, ক্বিয়ামতের দিন তাহাকে দুইটি দানা বা শষ্যের মধ্যে গিরা লাগাইতে বাধ্য করা হইবে, এবং যে ব্যক্তি তাহার চোখকে মিথ্যা সাব্যস্ত (অর্থাৎ স্বপ্নে যাহা দেখে নাই, তাহা দেখিয়াছে বলিয়া দাবী) করিবে, সে বেহেশতের গন্ধও পাইবে না, এবং সবচেয়ে বড় মিথ্যা হইল যে, মানুষ তাহার নিজের চোখের উপর মিথ্যা বলিবে এবং সে দাবী করিবে যে, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি অথচ সে কোন কিছুই দেখে নাই।

স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতার কতিপয় আদাব

* উস্তাদ আবু সাআদ বলেন, মুআব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতার জন্য কিছু আদাব রহিয়াছে, যাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

(১) স্বপ্নদ্রষ্টা যখন তাহার স্বপ্ন বর্ণনা করিবে, তখন সে বলিবে ঃ **"ভালই দেখিয়াছ"**, কেননা বর্ণিত আছে, হুযুর সাল্লাল্লহু আলাইহিওয়া সাল্লামের নিকট

http://islaminonesite.wordpress.com

যখন কোন স্বপ্ন বর্ণনা করা হইত, তখন তিনি বলিতেন –

خَيْرًا تَلَقَّاهُ وَشَرًا تَتَوَقَّاهُ وَخَيْرٌ لَنَا وَشَرٌّ لِاَعْدَائِنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رب الْعَالَمِيْنَ اُقْصُصْ رُؤْيَاك

মঙ্গল লাভ করিবে, অমঙ্গল হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, মঙ্গল আমাদের জন্য, অমঙ্গল দুশমনদের জন্য, সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্য, তোমার স্বপ্ন বর্ণনা কর।

(২) সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা প্রদান করিবে, কেননা বর্নিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান –

اَلرُّؤْيَا تَقَعُ عَلَى مَا عُبِّرَتْ يَا اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ

স্বপ্নের ব্যাখ্যা যে রকম দেওয়া হইবে, স্বপ্নের ফলও সেই রকম ফলিবে।

ইহাও বর্ণিত আছে যে, রাসূল বলিয়াছেন –

اَلرُّؤْيَا عَلَى رَجُلِ طَائِرٍ مَالَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَاِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ

স্বপ্ন যতক্ষণ পর্যন্তকাহারও নিকট বলা না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (ফলাফল) ঝুলন্ত থাকিবে। আর যখন কাহারও নিকট বলিয়া দেওয়া হইবে, তখন তাহার ব্যাখ্যা অনুযায়ী ফলাফল বর্তাইবে।

* উল্লেখ্য বায়হাকীয়ে যামান আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি রহিমাহুল্লহ তাহার বিখ্যাত " তাফসীরে মাযহারী"তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাকদীর দুই প্রকার, তাক্বদীরে মুবরাম বা যাহা চুড়ান্ত অটল, আর তাক্বদীরে মুআল্লাক বা যাহা ঝুলন্ত। বান্দার কোন কোন কাজকর্ম তাক্বদীরে মুবরামের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া বরং তাহা শর্তসাপেক্ষে মুআল্লাক বা ঝুলন্ত থাকে। যদি অমুক (সৎ) কাজটি হয়, তবে এই বিপদ টলিয়া যাইবে, আর যদি না হয়, তবেসে বিপদে পতিত হইবে, এতমতাবস্থায় (তাক্বদীরে মুআল্লাক) যদি কেহ স্বপ্নের ভাল ব্যাখ্যা দান করে, তবে ভাল ফল ফলিবে, আর খারাপ ব্যাখ্যা প্রদান করিলে খারাপ ফল ফলিবে। এই জন্যই বলা হয় যে, স্বপ্ন হিতাকাঙ্খী এবং আলেম লোক ছাড়া কাহারও নিকট বলিতে নাই।

http://islaminonesite.wordpress.com

(৩) মনোযোগসহ স্বপ্ন শুনিবে এবং ভালভাবে বুঝিয়া শুনিয়া তাহার ব্যাখ্য দিবে।

(৪) ধীরে-স্থিরে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিবে, তাড়াহুড়া করিবে না।

(৫) স্বপ্ন শুনিয়া তাহা তাহার নিকট হেফাযত করিবে, অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে না। কেননা ইহা তাহার নিকট আমানত। আর আমানত খেয়ামত করার কোন অধিকার তাহার নাই।

(৬) সূর্য উদয়, সূর্য অস্ত এবং ঠিক দুপুরের সময় স্বপ্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবে।

(৭) স্বপ্ন দ্রষ্টার মান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, সুতরাং বাদশার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কখনও প্রজাদের স্বপপ্নের ব্যাখ্যার মত হইতে পারে না। কেননা স্বপ্নদ্রষ্টাদের অবস্থার তারতম্যের কারণে স্বপ্নের ফলাফল ও ভিন্ন হয়। অতএব, গোলাম যদি এমন কোন স্বপ্ন দেখে যাহা তাহার যোগ্য নয়, তবে ইহা তাহার মালিক বা মনীবের বুঝিতে হইবে। কেননা গোলাম তো আসলে মনীবেরই সম্পদ । এমনিভাবে স্ত্রী যদি এমন কোন স্বপ্ন দেখে যা হা তাহার যোগ্য নয়, তবে ইহা তাহার স্বামীর জন্য বুঝিতে হইবে। কেননা স্ত্রী জাতিকে স্বামীর পাজরের হাড্ডি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(৮) স্বপ্ন বলার পর গভীর ভাবে চিন্তা-ফিকির করিবে, স্বপ্ন যদি ভাল হয়, তবে স্বপ্নদ্রষ্টাকে ব্যাখ্যার পূর্বেই সুসংবাদ দিবে এবং ব্যাখ্যা প্রদান করিবে, আর যদি মন্দহয়, তবে ব্যাখ্যা প্রদান হইতে বিরত থাকিবে, অথবা সম্ভাব্য সকল দিক হইতে যাহা উত্তম, সেই ব্যাখ্যাটিই প্রদান করিবে। আর যদি কিছু ভাল এবং কিছু মন্দের দিক থাকে, তবে স্বপ্নের উসূল এবং কায়দা -কানুন অনুযায়ী যাহা অগ্রাধিকারের যোগ্যতা রাখে, তাহাই গ্রহণ করিবে। আর যদি উভয় দিক সমান সমান হয়, তবে স্বপ্ন বর্ণনাকারীর নাম জিজ্ঞেসা করিবে এবং তাহার নামানুসারে ব্যাখ্যা প্রদান করিবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান – " যখন তোমাদের জন্য স্বপ্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা মুশকিল হইবে (অর্থাৎ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগিবে) তখন তাহাদের নামানুসারে

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করিবে। " অর্থাৎ যদি কাহারও নাম সাহল, সালেম, আহমদ নাসের বা সাআদ হয় তবে ইহাদের ব্যাখ্যা তাবীর সহজ আছান, সালামাত নিরাপত্তা প্রশংসিত, সাহায্য সৌভাগ্য দ্বারা করা হইবে।

*এমনিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করা যখন মুশকিল হয়, তখন ঐ মুহূর্তে যদি কোন কিছু আগমণ করে তবে তাহার দ্বারাও স্বপ্নের তাবীর গ্রহণ করা যায়, যেমন উক্ত সময়ে যদি কোন বৃদ্ধা আগমণ করে, তবেইহার দ্বারা দুনিয়ার পশ্চাৎমুখীতা বুঝাইবে। আর যদি ঐ সময়ে ঘোড়া-গাধা বা খচ্চর আসিতে দেখে তবেসফর বা ভ্রমণ বুঝাইবে। কেননা আল্লাহ তাআলা ফরমান ঘোড়া, গাধা, খচ্চর তোমাদের জিনত সৌন্দর্য্য এবং সওয়ারীর জন্য।

* উক্ত সময়ে যদি কাকের এক, দুই, তিন ,চার বা ছয়টি ডাক শুনা যায় তবে ইহা ভাল ও শুভ লক্ষণ বঝাইবে। যআর যদি দুইটি ডাক শুনা যায়, তবে ইহা শুভ বা ভাল হইবে না।

* হযরত ইবনে আব্বাস রাজিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কাকের তিনটি ডাক শুভ ও ভাল, আর দুইটি ডাক অশুভ।

* স্বপ্নের তাবীর বা ব্যাখ্যায় যদি কোন দোষ ত্রুটি ধরা পড়ে, বা কোন পাপাচারের উপর হঠকারিতা বুঝা যায়, তবে স্বপ্নদ্রষ্টা ছাড়া অন্য কাহারও নিকট তাহা বর্ণনা করিয়া তাহা মান-সম্মান নষ্ট করিবে না বরং তাহাকে পাপাচার হইতে তাওবা করার জন্য উপদেশ দিবে। নতুবা ইহা গীবত বা পরনিন্দার শামিল হইবে।

* ইমাম ইবনে সীরিন রহিমাহুল্লাহ বলেন, স্বপ্ন ব্যাখ্যার সাহায্যার্থে প্রয়োজনে স্বপ্ন দ্রষ্টার হাল-অবস্থা, তাহার স্বভাব, পেশা, বংশ, জীবন-যাপন পদ্ধতি এবং জীবিকা অর্জনের উৎস সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

* স্বপ্নের যদি ভাল মন্দ উভয় দিক থাকে, তবে নেক ও সৎ লোকের স্বপ্নের ভাল তা'বীর বা ব্যাখ্যা দিবে, আর খারাপ ও অসৎ লোককে খারাপ তা'বীর বা ব্যাখ্যা দিবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

* মুআব্বের বা ব্যাখ্যা দাতা স্বপ্ন শুনার পর যদি দেখে যে, ফলাফল শুধুমাত্র স্বপ্ন দর্শকের সাথেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, তখন ব্যাখ্যা বলার পূর্বে এই দু'আ পড়িবে–

خَيْرٌ لَّكَ وَشَرٌّ لِاَعْدَائِكَ وَخَيْرٌ تُؤْتَاهُ وَشَرٌّ تَوَقَّاهُ

আর যদি ফলাফল আম বা ব্যাপক হয় তবে এই দু'আ পড়িবে –

خَيْرٌ لَنَا وَشَرٌّ لِعَدُوِّنَا وَخَيْرٌ نُؤْتَاهُ وَشَرٌّ نَتَوَقَّاهُ

* মুআব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতার জন্য তাহার কাজকর্মে এখলাস বা সততা, এবং পোষাক পরিচ্ছদ, খানা-পিনা, এবং চাল-চলনের সংশোধন করা জরুরী, যাহাতে সে স্বপ্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে।

* মু'আব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতা স্বপ্ন শুনিয়া ইহ-পরকালের সুসংবাদ বা ভয়ভীতি বা সতর্কতা বা লাভ-লোকসান, মোটকথা যাহার সাথেই স্বপ্নের সম্পর্ক রহিয়াছে, সেই ব্যাখ্যাই প্রদানকরিবে।

* মু'আব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতার জন্য আরবী শব্দের মৌলিক অর্থ এবং আরবী ব্যাকরণ অনুসারে বিভিন্ন পদের শব্দাবলী আভিধানিক ও ব্যবহারিক অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা, কোরআন পাকের শব্দগত ও নিগুঢ় তত্ত্বগত অর্থ সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভ করা, কোরআন পাকের উপমাসমূহের প্রয়োগ, আম্বিয়া ও হুকামাগনের মিসাল (উদাহরণ) সমূহের উপর বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা, প্রচলিত সাধারণ উপমা ও কাব্যিক অর্থ সম্পর্কে পারদর্শিতা লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন।

* মু'আব্বেরের জন্য অবশ্যই বুদ্ধিমান বিচক্ষণ হওয়া, কাজে কর্মে সত্যবাদী হওয়া, এবং আমানতদার হিসেবে খ্যাত হওয়া জরুরী যাহাতে কেহ যেন তাহার প্রতি অনাস্থার কারণে স্বপ্নের তা'বীর গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া না বসে। এই জন্যই কুরআনে পাকে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ঃ " হে সত্যবাদী ইউসুফ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

* মুআব্বের বা ব্যাখ্যা দাতা স্বপ্ন শুনার পর যদি দেখে যে, ফলাফল শুধুমাত্র স্বপ্ন দর্শকের সাথেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, তখন ব্যাখ্যা বলার পূর্বে এই দু'আ পড়িবে–

خَيْرٌ لَّكَ وَشَرٌّ لِاَعْدَائِكَ وَخَيْرٌ تُؤْتَاهُ وَشَرٌّ تَوَقَّاهُ

আর যদি ফলাফল আম বা ব্যাপক হয় তবে এই দু'আ পড়িবে –

خَيْرٌ لَنَا وَشَرٌّ لِعَدُوِّنَا وَخَيْرٌ نُؤْتَاهُ وَشَرٌّ نَتَوَقَّاهُ

* মুআব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতার জন্য তাহার কাজকর্মে এখলাস বা সততা, এবং পোষাক পরিচ্ছদ, খানা-পিনা, এবং চাল-চলনের সংশোধন করা জরুরী, যাহাতে সে স্বপ্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে।

* মু'আব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতা স্বপ্ন শুনিয়া ইহ-পরকালের সুসংবাদ বা ভয়ভীতি বা সতর্কতা বা লাভ-লোকসান, মোটকথা যাহার সাথেই স্বপ্নের সম্পর্ক রহিয়াছে, সেই ব্যাখ্যাই প্রদানকরিবে।

* মু'আব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতার জন্য আরবী শব্দের মৌলিক অর্থ এবং আরবী ব্যাকরণ অনুসারে বিভিন্ন পদের শব্দাবলী আভিধানিক ও ব্যবহারিক অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা, কোরআন পাকের শব্দগত ও নিগুঢ় তত্ত্বগত অর্থ সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভ করা, কোরআন পাকের উপমাসমূহের প্রয়োগ, আম্বিয়া ও হুকামাগনের মিসাল (উদাহরণ) সমূহের উপর বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা, প্রচলিত সাধারণ উপমা ও কাব্যিক অর্থ সম্পর্কে পারদর্শিতা লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন।

* মু'আব্বেরের জন্য অবশ্যই বুদ্ধিমান বিচক্ষণ হওয়া, কাজে কর্মে সত্যবাদী হওয়া, এবং আমানতদার হিসেবে খ্যাত হওয়া জরুরী যাহাতে কেহ যেন তাহার প্রতি অনাস্থার কারণে স্বপ্নের তা'বীর গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া না বসে। এই জন্যই কুরআনে পাকে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ঃ " হে সত্যবাদী ইউসুফ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

* মু'আব্বেরে জন্য ইলমুত তা'বীরের উসূল এবং নিয়ম কানুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী হওয়া জরুরী এবং মানুষের মান-মর্যাদা, বংশ ও শ্রেণী গোত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেকের স্বপ্নের ফলাফলকে পৃথকভাবে যাচাই বাছাই করার যোগ্যতা ও রাখিতে হইবে।

* মু'আব্বেরের জন্য উচিত গভীর মনোযোগসহ স্বপ্ন শুনা, আয়েব বা দোষণীয় কোন কিছু দেখা দিলে তাহা গোপণ করা এবং লোকালয়ে প্রকাশ না করা। মানুষের তারতম্য ভেদে ভদ্র-অভদ্র, উচু-নীচু, আলেম-জাহেলের মধ্যে ফারাক করা এবং স্বপ্নের উত্তর দিতে তাড়াহুড়া না করা। মু'আবেররের অবশ্যই আলেম, বুদ্ধিমান, পরহেজগার, গুনাহ হইতে পক-পবিত্র, কোরআন-হাদীসের মাহের, আরবী ভাষায় আভিধানিক অর্থ, উপমা এবং প্রবাদ বাক্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ হইতে হইবে এবং সূর্য উদয়, অস্ত ও ঠিক দুপুরের সময় স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

* মু'আব্বেরের কখনও বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করিবে না, নতুবা স্বপ্নের ফলাফল যদি ভাল হয়, তবে ইহা স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য বর্তাইবে আর যদি মন্দ হয় তবে ইহা মু'আব্বেরের বা ব্যাখ্যা দাতার জন্য বর্তাইবে।

* যদি কোন স্বপ্নদ্রষ্টা বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া (মু'আব্বেরকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে) স্বপ্ন বর্ণনা করে, তথাপিও মু'আব্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান হইতে বিরত থাকিবে না। কেননা স্বপ্নের ফলাফল যদি বাল হয়, তবে ইহা মুআব্বেরের জন্য বর্তাইবে, আর যদি মন্দ হয়, তবে ইহা বিদ্বেষকারীর জন্য বর্তাইবে। মোট কথা মু'আব্বের বা ব্যাখ্যাদাতা আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে, এবং দু-আনেদ বা বিদ্বেষী অপমানিত হইবে। যেমন বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া দুই যুবকের (জেলখানায়) হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিকট স্বপ্ন জিজ্ঞেসা করার ফলাফল বর্তাইয়াছিল, যাহার উল্লেখ --- এই আয়াতে রহিয়াছে।

* মুআব্বের যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে এবং অনিশ্চয়তায়

http://islaminonesite.wordpress.com

ভোগে, তবে সে স্বপ্নদ্রষ্টাকে বলিবে। শনিবার দিনের শুরুতে যখন তুমি ঘর হইতে বাহির হইবে, তখন যাহার সাথেই তোমার (প্রথম) সাক্ষাৎ হইবে, তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিবে, যদি তাহার নাম ভাল হয়, যেমন নবী রাসূলগণের নাম, (বা ভাল অর্থ বোধক নাম) তবে তাহার স্বপ্নের ফলাফল ভাল হইবে। আর যদি তাহা না হয় তবে স্বপ্নের ফলাফল খারাপ হইবে।

* কোন কোন আলেমগণ বলেন, মুআব্বেরের জন্য স্বপ্ন সম্পর্কে মানুষের মান -মর্যাদা, দ্বীন-ধর্ম মওসুম ও স্থান কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত।

কখন কিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিবে

* ইবনে কুতাইবা (রাহিমাহুল্লাহ বলেন, স্বপ্ন শুনার পর যাহাতে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে, সেই জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করিবে, এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যার উসূল এবং নিয়ম অনযায়ী তাহা পর্যালোচনা করিবে এবং যে ব্যাখ্যা তাহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইবে, তাহাই বর্ণনা করিবে।

*স্বপ্ন যদি ভিন্নমূখী অর্থের সম্ভাবনা রাখে, তবে যাহা স্বপ্ন ব্যাখ্যার উসূল ও নিয়মের কাছাকাছি হইবে, সেই অর্থ বা ব্যাখ্যাই প্রদান করিবে। আর যদি কিছু অংশ সামঞ্জস্য পুর্ণ হয় এবং কিছু অসামঞ্জস্য পূর্ণ , তবে যাহা সামঞ্জস্য পূর্ণ হইবে তদানুযায়ী ব্যাখ্যা দিবে। আর যাহা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে তাহার ব্যাখ্যা প্রদান হইতে বিরত থাকিবে। কেননা ইহা আদ্‌গাছুল আহলাম বা শয়তানের প্ররোচনা মাত্র।

* কখনও স্বপ্ন ব্যাখ্যা সম্পর্কে স্বপ্নদ্রষ্টার মন-ই সাক্ষী দিবে যে, ফলাফল কি হইতে পারে। এই ধরণের ক্ষেত্রে ফলাফল তাহাই হইবে যাহা তাহার মন সাক্ষ্য দিবে। ইহাকে স্বপ্ন উসূলের উপর পেশ করার কোন প্রয়োজন নাই।

* স্বপ্নের ব্যাখ্যা যদি ফাহেশা বা অশ্লীল কোন কিছু বুঝায়, তবে ইহা গোপন রাখিবে এবং যথা সম্ভব মার্জিত ভাষায় স্বপ্নদ্রষ্টার নিকট তাহা ব্যাখ্যা করিবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে সীরিন রহিমাহুল্লাহ তাহাই করিয়া থাকিতেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

* সকাল বেলায় স্বপ্ন ব্যাখ্যা দেওয়া উত্তম। কেননা হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করিয়াছেন –

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لاُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا

হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য সকাল বেলাকে বরকতময় করিয়া দিন।

*মানুষের স্বভাব এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিন্নতার কারনে স্বপ্নের তা'বীর এবং ফলাফলও ভিন্ন হয়।

* উল্লেখ্য যে বিভিন্ন শহর এলাকার স্থান-কাল, আবহাওয়া, জলবায়ূ এবং মাটির স্বভাব ও তাসিরের পার্থক্যের কারণে স্বপ্ন ও তাহার ব্যাখ্যার মধ্যেও পার্থক্য হইতে পারে। যেমন গ্রীষ্ম প্রধান দেশে যদি কেহ বরফ, শিলাবৃষ্টি বা তুষারপাত দেখে, তবে ইহা জিনিষপত্রের চড়ামূল্য বা দুর্ভিক্ষ বুঝাইবে। আর যদি শীত প্রধান দেশে কেহ উক্ত স্বপ্ন দেখে, তবে ইহা প্রাচুর্য সুলভতা এবং শষ্য শ্যামলার প্রতি ইংগিত করে।

* আহলে হিন্দ বা ভারতবাসীরা যদি মাটি বা কাদামাটি স্বপ্নে দেখে তবে ইহা সম্পদ বুঝাইবে। আর অন্য দেশের লোকেরা দেখিলে চিন্তা-ফিকির ও বালা-মুসিবত বুঝাইবে।

* এমনিভাবে ভারতীয়দের জন্য সশব্দে বায়ূ ছাড়িতে দেখা, আনন্দ ও সুসংবাদ বুঝাইবে। আর অন্য দেশের লোকদের জন্য ইহা অপমান ও দুর্নাম বুঝায়। আবার কোন কোন দেশে মাছ স্বপ্নে দেখা, পচা দুর্গন্ধ বুঝায়, এবং অন্য কোন দেশে এক হইতে চার পর্যন্ত মাছ দেখা, বিবাহ– শাদী বুঝায়। আর ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্য মাছ দেখা, বিপদাপদ এবং বালামুসিবত বুঝায়।

* কেহ কেহ বলেন,মানুষের স্বপ্ন ও তাহার ব্যাখ্যা, কুল কিনারাহীন সমুদ্রের মত।

* যদি কেহ স্বপ্নের প্রকৃত তা'বীর বা ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোন ব্যাখ্যা দিয়া থাকে, তবে ইহাতে আসল তা'বীর বা ব্যাথ্যা নষ্ট হয় না।

http://islaminonesite.wordpress.com

* স্বপ্ন যদিও এক, তথাপি স্থান-কালের পার্থক্য এবং মানুষের ব্যক্তিত্ব ও পদমর্যাদার কারণে ফলাফল ভিন্ন হয়। যেমন তীর নিক্ষেপ করিতে দেখা; বাদশাহ দেখিলে দেশ, প্রদেশ, সীমান্ত এলাকা বা ইহাদের প্রতি ভালবাসা বুঝায়। ব্যবসায়ী দেখিলে, টাকা পয়সা দোকান পাট, মালবাহী জাহাজ, গোলাম নওকর চাকর ইত্যাদি বুঝায়। আলেম-আবেদ দেখিলে কিতাব-কুরআন ও তাহাদের পাতাসমূহ এবং ইহাদের ভালবাসা বুঝায় অবিবাহিত দেখিলে, স্ত্রী-পুত্র,সন্তান-সন্ততি এবং ইহাদের রূপ লাবণ্য বুঝায়। আর গর্ভবতী মহিলা দেখিলে শিশু সন্তান বুঝাইবে।

*কখনও ইহা টাকা পয়সা বা সম্পদের পরিমাণ বুঝায়, বাদশাহ তীর নিক্ষেপ করিতে দেখিলে প্রচুর সম্পদ বা টাকা পয়সা বুঝাইবে। শ্রমিক ও কর্মচারী দেখিলে সুন্দরী মহিলা, ধনী দেখিলে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যবসায়ী দেখিলে এক শত দিনার, ধনী দেখিলে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বুঝাইবে। ফকীর দেখিলে এক দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা আর মিসকীন বা কপর্দকশূণ্য দেখিলে ক্ষুদা নিবারণের জন্য এক টুকরা রুটি বা দু-মুঠো ভাত বুঝাইবে।

* যে সমস্ত জিনিসগুলির রাত্রিকালীন স্বভাব এক, আবার দিনের বেলায় তাহাদের স্বভাব ভিন্ন, উক্ত জিনিসগুলি হইতে যদি কেহ কোন কিছু স্বপ্নে দেখে, তবে রাত্রের স্বপ্নের রাত্রের স্বভাব আর দিনের স্বপ্নে দিনের স্বভাব অনুযায়ী ফলাফল বর্তাইবে এবং এই স্বভাব অনুযায়ী স্বপ্নের ব্যাখ্যা বা তা'বীর দিতে হইবে। যেমন চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজি, আলো-বাতাস, অন্ধকার-নূর-জ্যোতি, চামচিকা, বাঁদুর ইত্যাদি।

* সাপ বিচ্ছু, ঘরদোর, পোষাক-পরিচ্ছদ, গাছপালা, ফল-মূল, আগুন-পানি, খাল-বিল, নদ-নদী, সাগর ইত্যাদি যেগুলি শীত-গরম মওসুমের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাহাদের স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, উক্ত জিনিসগুলি হইতে যদি কেহ কোন কিছু স্বপ্নে দেখে, তবে সেই মওসুমী স্বভাব অনুযায়ী তাহার তা'বীর বা ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বপ্নের ফলাফল কখনও স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য না ফেলিয়া বরং অন্যের জন্য ফলিতে পারে

* এমনও হইতে পারে যে, স্বপ্নের ফলাফল স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য না ফেলিয়া বরং তাহার পরিবার-পরিজন, নিকটাত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা ও আপন ভাই কিম্বা শেকেল-ছুরত বা আকৃতি-প্রকৃতির দিক দিয়া তাহার সাথে সাদৃশ্যযক্ত, বা সমনামীয় বা সমপেশার লোক, বা তাহার গ্রাম বা শহরীয়, বা তাহার স্ত্রী, গোলাম বা অধিনস্ত লোকদের জন্যও ফলিতে পারে। যেমন একদা আবু জেহেল স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, সে রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছে এবং ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। ফলাফল দেখা গেল সে ইসলাম গ্রহণ না করিয়া বরং তাহার ছেলে হযরত ইকরামা রাজিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

* একদা হযরত উম্মুল ফজল রাজিআল্লহু আনহা হুযুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা এই যে, আপনার শরীরের একটি অংশ কাটিয়া আমার কোলে রাখা হইয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসিয়া বলিলেন, তুমি ভালই দেখিয়াছ, অচিরেই ফাতেমা রাজিআল্লহু আনহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিবে, আর তুমি তাহাকে কোলে উঠাইবে। ফলতঃ দেখা গেল যে, হযরত ইমাম হাসান রাজিআল্লহু আনহু জন্ম গ্রহণ করিলেন আর উম্মুল ফজল তাহাকে নিজ কোলে উঠাইলেন।

* নাম ও বংশ এক হওয়ার কারণে কখনও একজনের স্বপ্নের ফলাফল অন্য জনের জন্যেও ফলিতে পারে।

* আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, তারকা, বৃষ্টি, বাতাস ইত্যাদি স্বপ্ন দেখার ফলাফল এবং তাহার উপকার ও লাভের অংশে সকলেই সমান সমান অংশীদার হইবে। তবে হ্যাঁ যদি কেহ এই গুলির কোন কিছুকে নিজ ঘরে দেখে, তবে ইহার উপকার এবং লাভ-লোকসান শুধুমাত্র তাহার সাথেই খাস থাকিবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

* স্বপ্নের ব্যাখ্যা কখনও কুরআনের আয়াত দ্বারা, কখনও হাদীস দ্বারা, কখনও জাহেরী শব্দের দ্বারা, কখনও অর্থের দ্বারা, কখনও বিপরীত শব্দ বা অর্থের দ্বারা, কখনও প্রসিদ্ধ কবিতা বা প্রবাদ বাক্যের দ্বারা করা হইয়া থাকে।

* নামের দ্বারা স্বপ্ন ব্যাখ্যার উদাহরণ, যেমন কাহার ও নাম যদি ফযল বা রাশেদ হয, তবে তাহার স্বপ্ন ব্যাখ্যা হইবে অনুগ্রহ বা কল্যাণ করা, অথবা পথ দেখানো ইত্যাদি।

* মানুষের ধর্ম-কর্ম, মান-মর্যাদা, পেশা এবং অবস্থার ভিন্নতার কারণে স্বপ্নের তা'বীর বা বাখ্যাও ভিন্ন হয়। একই স্বপ্ন কাহারও জন্য রহমত আবার কাহারও জন্য আযাব হইতে পারে।

http://islaminonesite.wordpress.com

আরো কিছু উপহার ঃ

মহিলাদের নামায
দু'আয়ে খাতমুল কুরআন
রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি সালাত পাঠ করার নিয়ম, স্থানও ফযীলত
আম্মা পারা (উচ্চারণ ও অর্থ)
নামায কেন পড়ব?
হারাম রিযুক যা আপনার ইবাদত নষ্ট করে দেয়
মহিলাদের একান্ত বিষয়
অন্য এক কুরআনের পরিচয়
সলাতে ভুল হলে কী করবেন? ও অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে সলাত আদায় করবেন?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিয়্যত
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসির
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কান্না
ইমাম হুসাইনের মূল হত্যাকারী কে?
ইমাম জাফরে সাথে জনৈক শীয়া রাফেযীর মুনাযারা
ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে খলিফা মুআবিয়া
শায়খুল হাদীস এর আমলনামা
জাল-যঈফ হাদীসের আলোকে হাজ্জ উমরাহ যিযারাহ
ছোটদের চার খলিকা
তাওবা
মুসলিম বিভক্তির কারণ পরিণতি
চার ইমানের আক্বীদা কেমন ছিল?
কস্তুনতুনিয়ার বিজয় কাহিনী

প্রাপ্তিস্থান

(১) জহুরুল হক জায়েদ
৫৯ সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা।

(২) বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কার্যালয়
৪ নাজির বাজার লেন, মাজেদ সরদার রোড, ঢাকা।

(৩) মাসিক আত-তাহরীক কার্যালয়
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ ০১৬৭৪-৪৯২৪৩২

(৪) বাংলাদেশ আহলে হাদীছ যুবসংঘ
ঢাকা জেলা কার্যালয়, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১১৯০১১৮৫৩৪

(৫) তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন
বংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা।

(৬) আহলে হাদীস লাইব্রেরী
২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা।

(৭) আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন
বংশাল নতুন রাস্তা,ঢাকা।

(৮) জায়েদ লাইব্রেরী
মোবাইল ঃ ০১১৯১১৯৬৩০০

http://islaminonesite.wordpress.com